স্মরণিকা

১০ ডিসেম্বর

মানবাধিকার দিবস ২০২১

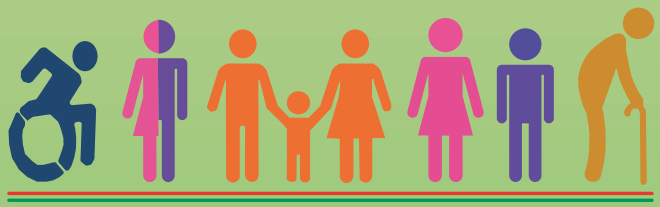

বৈষম্য ঘোচাও, সাম্য বাড়াও
মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

উপদেষ্টা মণ্ডলী

নাছিমা বেগম এনডিসি, চেয়ারম্যান

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য

জেসমিন আরা বেগম, অবৈতনিক সদস্য

তৌফিকা করিম, অবৈতনিক সদস্য

চিংকিউ রোয়াজা, অবৈতনিক সদস্য

মিজানুর রহমান খান, অবৈতনিক সদস্য

সম্পাদক

নারায়ণ চন্দ্র সরকার, সচিব

সহকারী সম্পাদক

ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা

প্রকাশনায়

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ওয়েবসাইট: **www.nhrc.org.bd**

হেল্পলাইন: ১৬১০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
১০ ডিসেম্বর ২০২১

বাণী

মানবাধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'মানবাধিকার দিবস ২০২১' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমতার সমাজ গঠনের এখনই সময়। এ প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Reducing inequalities, advancing human rights' অর্থাৎ 'বৈষম্য ঘোচাও সাম্য বাড়াও মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২ এর সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। জনসাধারণ যেন তাদের অধিকার সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হতে পারে এবং মানবাধিকার বিষয়ে কমিশনের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারে সে লক্ষ্যে কমিশনকে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সামগ্রিক কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ বছর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার দিবস উদযাপনের পাশাপাশি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে "মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মানবাধিকার বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এজন্য কমিশনকে অভিনন্দন জানাই। শিশুদের শৈশব থেকেই মানবাধিকার চর্চার জন্য 'মানবাধিকার কোর্স' চালু কমিশনের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কমিশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল ইনকোয়ারি হচ্ছে, যা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
১০ ডিসেম্বর ২০২১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে ১০ই ডিসেম্বর 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এবারের প্রতিপাদ্য 'Reducing inequalities, advancing human rights' তথা 'বৈষম্য ঘোচাও, সাম্য বাড়াও মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃস্বার্থ সংগ্রাম ও দূরদর্শী নেতৃত্ব আমাদের এনে দিয়েছে স্বপ্নের স্বাধীনতা। তিনি আজীবন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছেন। মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বারবার কারাবরণ করেছেন। জাতির পিতা চেয়েছিলেন শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে যেখানে প্রতিটি মানুষ মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা লাভ করবে। জাতির পিতা ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যথার্থই বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সংগ্রাম ন্যায় ও শান্তির জন্য সার্বজনীন সংগ্রামের প্রতীক স্বরূপ। সুতরাং বাংলাদেশ শুরু থেকে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পাশে দাড়াবে এটাই স্বাভাবিক।' তাঁর সে আহ্বান আজও সমানভাবে প্রযোজ্য, এজন্য আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের যে কোন উদ্যোগে সমর্থন ও নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছি।

আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে পূর্বের বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৯৮ সালে এ সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠনের জন্য খসড়া আইন প্রস্তুত করেছিলাম। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করি এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করি। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে কমিশনের জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে কমিশনকে আধুনিকায়ন করা ও কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধা বাড়ানোসহ সকল ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কমিশন দেশে মানবাধিকার সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের সাফল্য সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। আমরা মিয়ানমারে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তাসহ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদযাপনে 'মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 'মানবাধিকার বৃত্তি' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করায় কমিশনকে আমি অভিনন্দন জানাই। শিশুদের শৈশব থেকেই মানবাধিকারের চর্চার জন্য বর্তমান কমিশনের 'মানবাধিকার কোর্স' চালু একটি শুভ পদক্ষেপ। নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কমিশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি হচ্ছে যা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের সুফল দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণও উপভোগ করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশকে 'এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ডে' ভূষিত করা হয়েছে। মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি-মুক্ত সমাজ গঠনে বর্তমান সরকারের 'শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি' মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।

আমি মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি
স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ফোন: ৮৮-০২-৯১১১৯৯৯ (অফিস) | ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯১২২২৫৪ (অফিস)
Email : speaker@parliament.gov.bd | speaker.bangladesh.ssc@gmail.com
Web: http://parliament.gov.bd

বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহতী উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এবছর মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য "Reducing Inequalities, Advancing Human Rights" অর্থাৎ "বৈষম্য ঘোচাও, সাম্য বাড়াও, মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও"। সময়ের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। করোনা মহামারীর ফলে বিশ্ব এক মানবিক সংকট প্রত্যক্ষ করেছে। ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়-ক্ষতির পর মানুষ ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। বিশ্বব্যাপী করোনার টিকা বৈষম্য ঘুচিয়ে সকলের জন্য করোনার টিকা নিশ্চিত করা এখনকার সময়ের দাবি।

মানবাধিকার মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে। বাংলাদেশের সংবিধান জনগণকে সেই অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রতিফলন রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী কোন নাগরিককে তার আইনসঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন সুযোগ নেই। বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই থেকে কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো সাধারণ জনগণের মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যথাযথ মর্যাদার সাথে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উদযাপনের আয়োজন করে আসছে। আমি মনে করি, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধি, হিজড়াসহ সকলের অধিকার সমুন্নত রাখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে কমিশন "মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 'মানবাধিকার বৃত্তি' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই মহতী উদ্যোগের জন্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই। শিশুদের শৈশব থেকেই মানবাধিকারের চর্চার জন্য বর্তমান কমিশনের 'মানবাধিকার কোর্স' চালু একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আমি মনে করি, এর ফলে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মানবাধিকার সম্পর্কে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধে কমিশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি হচ্ছে। আমি মনে করি, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কমিশনের এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি মানবাধিকার দিবসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি

আনিসুল হক, এমপি
মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"Reducing inequalities, advancing human rights" "বৈষম্য ঘোচাও সাম্য বাড়াও, মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও" - এ প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছর পালিত হচ্ছে মানবাধিকার দিবস। এ মহান দিবসে বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সেই সঙ্গে মুজববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রতি সম্মান জানিয়ে মানবাধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এই মূলনীতি বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ড ও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধসহ বড় বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার হয়েছে। দেশ থেকে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর হয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জাতীয় আইনগতসহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিচার বিভাগ শক্তিশালী হয়েছে। বাংলাদেশ তিন তিনবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেছে।

মানবাধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়েই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কমিশন আইনসংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করার লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনসংশোধন করে ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়েছে। বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সরকার দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সব ধরণের সন্ত্রাস মোকাবেলায় কাজ করছে, পাশাপাশি মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায় ও আদেশ দ্রুত কার্যকর করার যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিষয়ে সরকারের অবস্থান একেবারে পরিষ্কার। বাংলাদেশে যারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে তাদেরকেই আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সংরক্ষণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে "মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 'মানবাধিকার বৃত্তি' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া শিশুদের শৈশব থেকেই মানবাধিকার চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে 'মানবাধিকার কোর্স' চালু করেছে। এ কোর্স' চালুর মাধ্যমে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মানবাধিকার সম্পর্কে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। অধিকন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কমিশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মত ন্যাশনাল ইনকোয়ারি হচ্ছে। আমি আশা করি এ উদ্যোগ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এসব পদক্ষেপের কথা জেনে জনগণ খুব আনন্দিত হবে। আমি উদ্যোগগুলির সফলতা কামনা করছি।

মানবাধিকার দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

আনিসুল হক, এমপি

নাছিমা বেগম এনডিসি
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাণী

মানবাধিকারের মূল সুর হল জন্ম থেকেই বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার। শুধু মানবাধিকারের শ্লোগান দিলেই মানবাধিকার সুরক্ষা হয়ে যায় না; এজন্য প্রয়োজন মানবাধিকার কী? সেটি সবাইকে জানান দেওয়া, জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে সবার আগে, আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। টেকসই উন্নয়নের মূল মন্ত্র হলো কাউকে পেছনে ফেলে নয়। কিন্তু নারী-পুরুষ, ধনী-গরিবের বৈষম্য সমাজে এখনো বিদ্যমান। সকল বৈষম্য ঘুচিয়ে মানবাধিকার সুরক্ষিত করার এখনই সময়।

"Reducing inequalities, advancing human rights" "বৈষম্য ঘোচাও সাম্য বাড়াও মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও"- প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে এবারের মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে আমি সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী আমাদের জাতির পিতা তাঁর কৈশোর থেকেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় নিবেদিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আহবানে পরিচালিত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যেমন অঙ্গীকার রয়েছে, তেমনি আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার রয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে যা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে আজ বিশ্বে রোল মডেল। নারীর প্রগতি ও উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম নেওয়া হয়। অথচ প্রতিনিয়ত কর্মস্থলে যাতায়াতসহ বিভিন্ন সময় নারীরা যৌন সহিংসতা এবং নানান অপকর্মের শিকার হচ্ছে। এতে নারীর ক্ষমতায়নে যেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে অন্যদিকে রাষ্ট্রের অর্জন ম্লান হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। সম্প্রতি নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ এক ভয়াবহ রূপ নেয়ায় এর কারণ কি তা চিহ্নিত করে এর নিরসনের উপায়সমূহ খুঁজে বের করার জন্য কমিশন থেকে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি করা হচ্ছে।

তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মানবাধিকার সম্পর্কে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে "মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিজয়ীদের মধ্য থেকে চূড়ান্ত ফলাফলে নির্বাচিত বিজয়ী ১০০ জনকে দুই বছরের জন্য মানবাধিকার বৃত্তি দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, হিজড়া, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে নয়; আমরা সকলেই মানুষ হিসেবে যেদিন পরিচিত হতে পারব, সেদিনই সমাজে মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশ একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। এর জন্য একাধারে পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার বিকাশ সাধন যেমন প্রয়োজন, তেমনি তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আজকের যারা কিশোর কিশোরী, যারা আমাদের আগামী, তাদেরকে মানবাধিকারের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। সেই লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের শৈশব থেকেই মানবাধিকারের চর্চার জন্য আমরা 'মানবাধিকার কোর্স' চালু করেছি। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কমিশনের উদ্যোগকে স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

নাছিমা বেগম এনডিসি

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
সার্বক্ষণিক সদস্য
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাণী

করোনা মহামারীর সংকট কাটিয়ে আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে শুরু করেছি। এর প্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এবারও সারা দেশে মানবাধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন করা হচ্ছে। মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Reducing inequalities, advancing human rights" "বৈষম্য ঘোচাও সাম্য বাড়াও মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও", যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। আমরা বিশ্বব্যাপী করোনার টিকা বৈষম্য দেখেছি। একটি সুস্থ পৃথিবী ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সকলের জন্য টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এক্ষেত্রে সকলে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত কেউই নিরাপদ নয়।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে বারবার কারাবরণ করেছেন। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। আমাদের সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে।

"কাউকে পেছনে ফেলে নয়"- এই মতাদর্শকে সাথে নিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে কাজ করছে। নারী, শিশু, দলিত, হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রবাসী শ্রমিকসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় আমরা সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছি। ১২টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি নিয়মিত পরামর্শ সভার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করছে। সরকার ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে কমিশন। পাশাপাশি, যে কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সোচ্চার ভূমিকা রাখছে। কমিশনের জনবলের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য জনবল নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে এ বছর কমিশন নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে। মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় কমিশন এই প্রতিযোগিতার সফল বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

কমিশন বিশ্বাস করে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানবাধিকার সংস্কৃতি বিকশিত হবে। সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, মানবাধিকার সংস্থা, এনজিও, আইএনজিওসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি, মানবাধিকার দিবস ২০২১-এর অনুষ্ঠান আয়োজনে যারা সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

নারায়ণ চন্দ্র সরকার
সচিব

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পথচলা

২০২০-২০২১ সাল মানবিক বিপর্যয়ের বছর। সারা বিশ্ব মহামারী কোভিড-১৯ এর আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এ সময়ে। বিশ্ব জুড়ে লাখ লাখ মানুষ মহামারীতে প্রাণ হারায়। তবে, করোনার টিকা আবিষ্কার সকলের মাঝে আশার সঞ্চার করে। মানুষ নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও এর ব্যতিক্রম নয়। করোনা অতিমারিতে অনলাইন অভিযোগ গ্রহণ ও শুনানীর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কার্যত অনলাইনে শুনানী ও অভিযোগের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরিত সুপারিশ/নির্দেশনা বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ে ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দ্রুত ও সহজ উপায়ে অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি সম্ভব হচ্ছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-সমূহের সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে ১২ (বারো) টি থিমেটিক কমিটি পূণর্গঠন করেছে। মাননীয় চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় যথাক্রমে ফুলবেঞ্চ, বেঞ্চ-০১, বেঞ্চ-০২ ও আপোষ বেঞ্চ শিরোনামে চারটি বেঞ্চ পূণর্গঠন করেছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত কমিটির যাচাই-বাছাই অন্তে প্রেরিত অভিযোগসমূহ চারটি পৃথক বেঞ্চে নিষ্পত্তি/পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া ২০২০ সালে কমিশনের তৃতীয় শ্রেনীর মোট ১৫টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে; তার মধ্যে অভিযোগ ও তদন্ত বিভাগের কাজে সহায়তার লক্ষ্যে তিন (০৩) জন বেঞ্চ সহকারীও রয়েছে। এ নিয়োগের ফলে অভিযোগ ও তদন্ত সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রশাসনিক/দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতি পাবে।

মূলত, সাধারণ মানুষের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ব্যাপক প্রচারের কারণে বিগত কয়েক বছরে দায়েরকৃত অভিযোগের পরিমাণ এবং সেগুলোর নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক অভিযোগ দাখিলের নির্দিষ্ট ফরম্ রয়েছে; এছাড়া পত্র, ইমেইল, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও কমিশনের হেল্পলাইন নম্বর ১৬১০৮-এ ফোন করেও অভিযোগ করা যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রাপ্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশন চেয়ারম্যান সুয়োমোটো অভিযোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেন এবং সে মতে সুয়োমোটো গ্রহণ করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন সংবাদ মাধ্যম/সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। প্রায় ১৬টি গণমাধ্যম হতে সংগৃহিত তথ্য উপাত্তের সমন্বয়ে মাসিক/বার্ষিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

এ বছর "মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার" শিরোনামে নবম-দ্বাদশ ও সমমান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনলাইন রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এছাড়াও সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন, টিভি বিজ্ঞাপন ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করেছে। করোনা অতিমারির মধ্যে জনগনকে সচেতন করতে কমিশনের উদ্যোগে একাধিকবার একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। কমিশনের এসব কার্যক্রম বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে যা দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিতে সহায়তা করেছে। কমিশনের দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে ই-নথি ও ই-জিপি সিস্টেমের পাশাপাশি কমিশনের তথ্যের ব্যাপক প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (ফেসবুক, ইউটিউব) ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি সকল অংশীজনের সহযোগিতায় কমিশন এগিয়ে যাবে এবং মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে। "বৈষম্য ঘোচাও, সাম্য বাড়াও, মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও" প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হচ্ছে মানবাধিকার দিবস ২০২১। এবারের মানবাধিকার দিবস ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

কাজী আরফান আশিক
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

এক দশক পেরিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অগ্রযাত্রা

গত জুন ২০২০ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার এক দশক পূর্ণ করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। পুন:গঠিত জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে ২০১০ সালের ২৩ জুন।

একটি মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পথচলা শুরু হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই এক দশক পূর্ণ হওয়া প্রতিষ্ঠানকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাওয়ার একজন সহযাত্রী আমিও।

এই প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের, এই প্রতিষ্ঠান মানুষের। বাইরে থেকে পথচলা দেখা- আর প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে থেকে এর পথচলার সাক্ষী হওয়া ভিন্নরকম। সরাসরি এর অংশ হয়ে মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাওয়ার মধ্যে এক বিশেষ ভাললাগা অনুভূত হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে আমার কাজের ক্ষেত্র ছিল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা আমাকে মানুষের সাথে আগেই পরিচয় করিয়েছিল। তবে মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য গঠিত এই রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানটি আমাকে নতুনভাবে পরিচয় করায় মানুষের সাথে, মানুষের অধিকারের সাথে।

মানবাধিকার হল মানুষের জন্মগত অধিকার। মানবাধিকারকে এক বাক্যে বলতে হলে আমরা প্রায়শই বলে থাকি 'সব ধরনের ভয় ও অভাব থেকে মুক্তি' (Freedom from fear and want)। মানবাধিকার সুরক্ষার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই দায়িত্বের অংশ হিসেবেই রাষ্ট্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করে একটি মাইল ফলক স্থাপন করে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যও অবশ্যকীয়। যখনই মানবাধিকার লংঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তখনই- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। একজন ভুক্তভোগী তথা 'অধিকার ধারক' রাষ্ট্র-তথা 'দায়িত্ব পালনকারির' মধ্যে হস্তক্ষেপ, সেতুবন্ধন ও সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা এই প্রতিষ্ঠানটির উপর অর্পিত।

আমি এবং এই প্রতিষ্ঠান এক সাথে বেড়ে উঠছি। এই বেড়ে ওঠার মধ্যে আমি দেখেছি একটি শিশু যেভাবে বেড়ে উঠে- যেভাবে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, দক্ষতা অর্জন করে , তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করার মধ্যে দিয়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের কাজ করার মধ্যে দিয়ে এর দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অঙ্গীকার রক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে অনেক সময় আমরা জনগন ও নাগরিক সংগঠনের কাজে মানবাধিকারের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির কথা শুনে থাকি, তবে এই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থেকে আমি মনে করি এই প্রতিষ্ঠান এবং একই সাথে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা মানবাধিকার সুরক্ষায় ও উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমান কমিশনের সুযোগ্য নেতৃত্ব তৃণমূলে বিশেষভাবে তরুন প্রজন্মের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি এই প্রতিষ্ঠান মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র যেন একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালনে সমর্থ হয় এবং দেশব্যপী একটি মানবাধিকার সংস্কৃতি তৈরি হয় সে প্রচেষ্টা পূরণে সমর্থ হবে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সংলাপ

১৪ই নভেম্বর, ২০২১ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে মানবাধিকার বিষয়ে এক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার বিষয়ক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবাধিকার সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ইউএনডিপি'র হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় এবং সেন্টার ফর মেন অ্যান্ড ম্যাসকিউলিনিটিজ স্টাডিজ এর পরিচালনায় "ব্রেভম্যান ক্যাম্পেইন" শীর্ষক স্কুল কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক শিক্ষাঙ্গণে।

ক্যাম্পেইন এর অংশ হিসেবেই সম্প্রতি একটি মানবাধিকার বিষয়ক অনলাইন কোর্স তৈরির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়। স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য কোর্সটি ডিজাইন করা হয় এবং সেখানে শিক্ষার্থীদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউল্যাব স্কুলে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিনা আক্তার, ব্রেভম্যান ক্যাম্পেইন এর পথিকৃৎ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও সেন্টার ফর মেন অ্যান্ড ম্যাসকিউলিনিটিজ স্টাডিজ-এর উপদেষ্টা ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ ও ইউএনডিপি হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম-এর জেন্ডার এক্সপার্ট বিথীকা হাসান ।

শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী জিজ্ঞাসা এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর চেয়ারম্যানের তথ্যবহুল সাবলীল উত্তরে আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা পথশিশু, হিজড়া, নারীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মানবাধিকার কমিশন, সরকার ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘‘আমরা অন্যের অধিকার সুরক্ষা করবো, নিজেকে সুরক্ষিত রাখবো”। কিশোর গ্যাং এর অপরাধ উল্লেখ করে তিনি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকার এবং টিকটক, লাইকির লোভনীয় ফাঁদে পা দিয়ে মানব পাচারের শিকার হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। শিক্ষার্থীরা তথ্য ও প্রযুক্তির অপব্যবহার না করে যাতে শিক্ষামূলক কাজে নিয়োজিত থাকে সেবিষয়ে সকলকে আহ্বান জানান তিনি। মাননীয় চেয়ারম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন যে কোনো ভাল কাজই যেন বাধাহীন হয়, কিশোর-কিশোরীরাও যেন এগিয়ে আসতে পারে, সে লক্ষ্যে তিনি কাজ করে যাবেন। সবশেষে যার যার অবস্থান থেকে মানবাধিকার এম্বাসেডর হয়ে মানবাধিকার সুরক্ষার কাজ করার আহ্বান জানান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর মাননীয় চেয়ারম্যান।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার বিষয়ক ফোরামের সভায় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহবান

১৬-১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখ অনলাইনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার বিষয়ক ফোরামের সভায় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। তিনি বলেন, মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার নিশ্চিত এবং তাদের নিজ দেশে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভূমিকা রাখতে হবে। সভায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কমিশন কর্তৃক ন্যাশনাল ইনকোয়ারি, ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা প্রদানসহ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন মাননীয় চেয়ারম্যান।

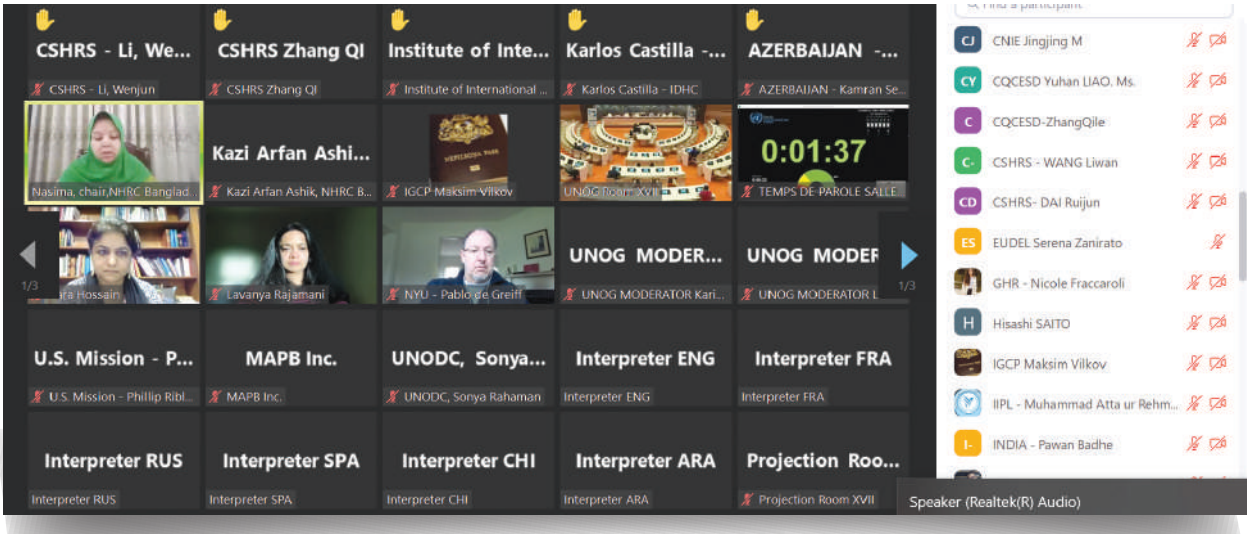

জাতিজাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল আয়োজিত মানবাধিকার, গনতন্ত্র ও আইনের শাসন বিষয়ক অনলাইন সভা

“বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার” শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

এ বছর ০৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ “বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার” শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনলাইনে অনুষ্ঠিত উক্ত আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক। সভাপতিত্ব করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। সভায় বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় মানবাধিকার দিবসে দেশব্যাপী “বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার” শিরোনামে নবম-দ্বাদশ ও সমমান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনলাইন রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত ব্যাপক প্রচারের স্বার্থে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে এবিষয়ক টিভিসি প্রচারিত হয় এবং বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ০৮ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করেন এবং রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজনে তাদেরকে সার্বিক দিক- নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রতিযোগিতায় বায়ান্ন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। বাছাইকৃত ১০০টি রচনার লেখকের মধ্যে অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব হাবিবুল্লাহ সিরাজী, কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, লেখক আনিসুল হক এবং কমিশনের সচিব নারায়ন চন্দ্র সরকার।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা

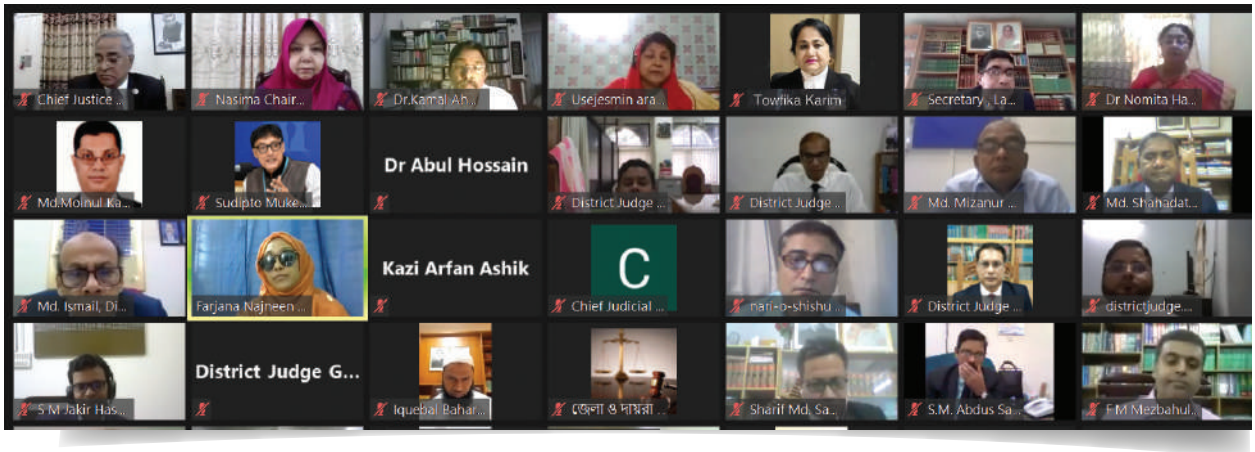

গত ১৯ জুন ২০২১ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় ৬৪ জেলার জেলা ও দায়রা জজ, সকল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ মোট ২৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নাছিমা বেগম এনডিসি, মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জনাব মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুদীপ্ত মুখার্জি, আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি নারী ও শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতন সংশ্লিষ্ট বিচার দ্রুত ও সঠিকভাবে নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ বিচারকদের মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, "ধর্ষণ একটি জঘন্য অপরাধ। ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য হলেই ধর্ষককে শাস্তি দেওয়া যায়। এসকল মামলার দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমি আশা করব, ধর্ষণের মামলা পরিচালনাকালে কারও দ্বারা আদালত প্রভাবিত হবে না। তিনি আরো বলেন, "বিচারহীনতা/ বিচারে বিলম্বের অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। রায় প্রদানে কালক্ষেপণ করা কাম্য নয়। প্রয়োজনে ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে সাজা না পায় আর অপরাধী যাতে নিস্তার না পায়"

মাননীয় চেয়ারম্যান ধর্ষণ মামলার শাস্তি দ্রুত কার্যকর করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা নুসরাত হত্যা মামলার দ্রুত রায় দেখেছি, যা প্রশংসনীয়। কিন্তু রায় এখনো কার্যকর হয়নি। সকল ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলার দ্রুত রায় এবং রায় কার্যকর হলে এধরণের জঘন্য অপরাধ কমে আসবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন মহলের মধ্যে ধর্ষক ও ভুক্তভোগীর বিয়ে সম্পর্কিত আদালতের নির্দেশের সমালোচনা উল্লেখ করেন তিনি।

সভায় কমিটির আহবায়ক জেসমিন আরা বেগম স্বাগত বক্তব্যে কমিটির কার্যক্রম এবং বিচারকদের কাছে তার প্রত্যাশার বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞ বিচারকগণ নারী ও শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে তাদের মতামত এবং এসকল মামলার বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন।

কমিশনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন

২০২১ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯০তম সভায় জাতীয় তদন্ত কমিটি (এনআইসি) গঠন করা হয়। পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে অনুসন্ধান, যেখানে সর্বসাধারণকে প্রকাশ্য প্রমাণ ও লিখিত বিবরণসহ অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। বিভিন্ন দেশের জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী বিবেচনা করে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সামোয়া এবং এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের প্রতিনিধিদের সাথে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির সভা

ন্যাশনাল ইনকোয়ারির উদ্দেশ্য হল-

- পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে ধর্ষণের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানোর মাধ্যমে এর কারণ, ধরন, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা।
- ধর্ষণ সম্পর্কিত আইন, কার্যক্রম ও নীতিমালার পর্যাপ্ততা এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন আছে কিনা- তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।
- নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রভাব বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, বিশেষ করে ভুক্তভোগী, তাদের আত্মীয় স্বজন এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ওপর ধর্ষণের ঘটনার প্রভাব, সহায়তা এবং ন্যায়বিচার ও প্রতিকার পেতে ভুক্তভোগীরা কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হয় তা খতিয়ে দেখা।
- অধিকারের বিষয়ে দাবি জানাতে ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা।
- বাংলাদেশে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রকৃতি ও মাত্রা বিষয়ে গণ সচেতনতা, প্রচারাভিযান এবং বোধগম্যতা বৃদ্ধি করা।
- সুপারিশসহ একটি গণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা (মানবাধিকার কাঠামো ব্যবহার করে)।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মানিত সদস্য জেসমিন আরা বেগমের নেতৃত্বে ১১ জন সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারির পথনির্দেশনা দিবে এবং ইনকোয়ারি শেষে কমিশনের সাথে যৌথভাব একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রদান এবং তা ব্যাপকভাবে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কমিটি সরকারি, বেসরকারী, নাগরিক সমাজ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি, সিভিল সার্ভিস ওমেন নেটওয়ার্ক, উইমেন জাজেজ নেটওয়ার্ক এবং পুলিশ ওমেন নেটওয়ার্ক, সকল জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জন, সিলেট সেন্ট্রাল জেল ও সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং জেলাজজ, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে একাধিক সভা/গণশুনানি সম্পন্ন করেছে।

এনএইচআরসি ও ব্র্যাক এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় একসঙ্গে কাজ করার লক্ষ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ব্র্যাকের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত সমঝোতা চুক্তির আওতায় কমিশন এবং ব্র্যাক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য গনপরিবহন, অবকাঠামোগুলো অধিকতর প্রবেশগম্য করার জন্য একযোগে কাজ করবে। কমিশনের পক্ষে সচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার এবং ব্র্যাকের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক জনাব আসিফ সালেহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রবীণ অধিকার বিষয়ক কমিটির সভা

গত ০৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখ কমিশনের প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এর ফলে পুরো বিশ্বব্যবস্থা সংকটে রয়েছে। বিশেষত প্রবীণ জনগোষ্ঠি রয়েছে ঝুঁকিতে। কমিশনের প্রবীণ অধিকার বিষয়ক কমিটি প্রবীণ জনগোষ্ঠির মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ও উক্ত কমিটির সভাপতি নাছিমা বেগম এনডিসি। সভায় করোনা অতিমারিতে প্রবীণ জনগোষ্ঠির সুরক্ষায় কোন কোন বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া উচিত সেসব আলোচনা করা হয়।

প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির প্রথম সভা

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

গত ৩১ মে ২০২১ তারিখ কমিশনের জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জলবায়ু ঝুঁকি বীমা, কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নির্বাচনী ইশতেহারে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু সংযোজন, নদী ভাঙ্গনে বাস্তুচ্যুতি ও নগরের বস্তি সমস্যাসহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ও উক্ত কমিটির সভাপতি ড. কামাল উদ্দিন।

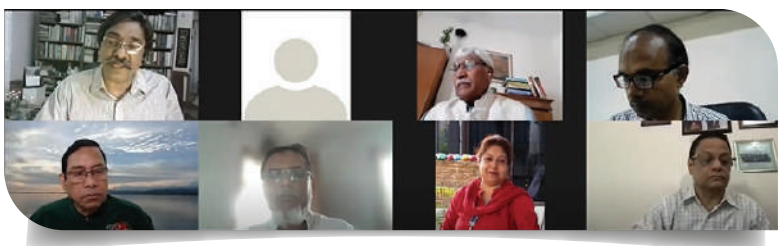

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটির সভা

গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ কমিশনের শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিশু শ্রমের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ করনীয় সম্পর্কে একটি ধারনাপত্র তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও কমিটির সভাপতি নাছিমা বেগম এনডিসি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ও জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, শিশুদের অধিকারকে সর্বক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়। বর্তমান কমিশন শিশুদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৬ হালনাগাদকরণ, জাতীয় ভিত্তিক শিশুশ্রম বেইজলাইন জরিপের ভিত্তিতে হালনাগাদ তথ্যভিত্তি গঠন, প্রান্তিক পরিবারের জন্য শিশুমুখী নিরাপত্তা গড়ে তুলে শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও উদ্ধারকৃত শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান, শিশু শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান, শ্রম আইন সংস্কারের মাধ্যমে শিশুশ্রমের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারী সৃষ্টি, শিশুর বয়সভিত্তিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইএলও সনদ- ১৩৮ স্বাক্ষরসহ ১১ দফা সুপারিশ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

চিকিৎসাসেবার নামে হয়রানি বন্ধে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রেরন করবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ‘‘বকশিশ কম পেয়ে কর্মচারী খুলে নিলেন অক্সিজেন মাস্ক, ছটফট করে মারা গেল কিশোর” প্রকাশিত সংবাদে ট্রলিতে করে কিশোরকে জরুরি বিভা থেকে হাসপাতালের শয্যায় নেওয়ার পর চাহিদামতো বকশিশ না পেয়ে অক্সিজেন মাস্ক খুলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাত-ালের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে। উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীরসমবেদনা জানায়।

উক্ত ঘটনায় কমিশনের প্রাথমিক অনুসন্ধানে ওসি, সদর বগুড় টেলিফোনে কমিশনকে জানান যে, ঘটনার বিষয়ে অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যু দ:বি: ৩০৪(খ) ধারায় মামলা নং-২৯, তারিখ ১১/১১/২০২১ রুজু হয়েছে।

জীবনের অধিকার সবচেয়ে বড় মানবাধিকার। স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকারও মানবাধিকার। ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিষয়টি কমিশনের ফুলবেঞ্চে উত্থাপন করলে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এটি অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যু নয়, এটি হত্যাকান্ড যা দ:বি: ৩০২ ধারার অপরাধ, যার দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হওয়া সমীচীন। চিকিৎসা সেবা দেয়ার নামে জনগণকে হয়রানি এবং জীবনের অধিকার হরণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কমিশন এই হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কামনা করে। সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতালে বকশিশ কালচার নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য করা। সকল ধরনের অনিয়ম ও হয়রানি বন্ধে প্রজ্ঞাপন জারিকরত কঠোরভাবে তা অনুসরণ করতে বাধ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণে কমিশন থেকে সরকারকে সুপারিশ প্রেরণ করা হবে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

কমিশনের আদেশের প্রেক্ষিতে মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসাটি ওয়াকফ এস্টেটের তালিকাভুক্তকরণ

অভিযোগ নং ঢা.৪৯/১৯

অভিযোগকারী মাওলানা শাহ মো: জহিরুল ইসলাম, শিক্ষক, মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা, মির্জাপুর, নিকলী, কিশোরগঞ্জ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, গত ২০১৪ সালে মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসাটি ওয়াকফ এস্টেটের তালিকাভুক্তির জন্য যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে অফিসে জমা দেয়া হয়। কিন্তু গত পাঁচ বছর যাবত তাদের উপজেলা নিকলীতে এবং জেলা কিশোরগঞ্জ অফিসগুলোতে অসংখ্য বার খোঁজ খবর নিয়েও তালিকাভুক্তির কোন কাগজ বা চিঠি আজ পর্যন্ত মাদ্রাসায় আসেনি। তাই সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে মানবাধিকার কমিশনে আবেদন করেন। অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসক-কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে বলা হলে ওয়াক্ফ প্রশাসক প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, "মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা" ওয়াকফ এস্টেটটি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

কমিশনের হস্তক্ষেপে বকেয়া বেতন ভাতা প্রাপ্তি

অভিযোগ নং ঢা.৬০/২০

অভিযোগকারী, এস এম হাসান, পট-৯৭, রোড-১, শিল্প এলাকা, বক-ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, অলিম্পিয়া বেকারী এন্ড কনফেকশনারী লিঃ এর মিরপুর কারখানাতে চাকরিরত ১৫ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি বকেয়া রাখাসহ একযোগে চাকুরিচ্যুত করা হয়। বর্তমানে সকলে মানবেতর জীবন যাপন করছে। কোম্পানির ব্যস্থাপনা পরিচালক এবং সকল পরিচালকদের তাদের পাওনাদিসহ আবেদন দেন কিন্তু তারা কোন সদুত্তর পাননি। বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক এ বিষয়ে প্রতিকার পেতে কমিশনে একটি আবেদন করেন। কমিশন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর নিকট থেকে প্রতিবেদন চাইলে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, অলিম্পিয়া বেকারী এন্ড কনফেকশনারী লিঃ, মিরপুর ঢাকাস্থ কারখানাটির ১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সরেজমিনে পরিদর্শনকালে কারখানাটির ব্যবস্থাপক জনাব শুভংকর কুমার কুন্ডু উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা করেন। অভিযোগকারী জনাব এস এম হাসান মোবাইল ফোনে জানান তারা আইনগত পাওনা বুঝে পেয়েছেন এবং অলিম্পিয়া বেকারী এন্ড কনফেকশনারী লিঃ এর বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নাই। কমিশনের হস্তক্ষেপে অভিযোগকারীদের সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান হওয়ায় অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।

প্রবাসী শ্রমিককে সহায়তা প্রদান

অভিযোগ নং ঢা.৮৯/২১

অভিযোগকারী মোঃ শরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম হেড, মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার,৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, রিক্রুটিং এজেন্সি মেসার্স গোলাম রাব্বি ইন্টারন্যাশনাল এর মালিক জনাব মোঃ আকবর হোসেন ও তার ছেলে জনাব গোলাম রাব্বি এবং উক্ত এজেন্সির প্রতিনিধি জনাব আকতার গার্মেন্টস অপারেটরের কাজ দেওয়ার কথা বলে মরিয়ম আক্তার কে মরিশাে প্রেরণ করেন। মরিশাসে মরিয়মকে ফায়ার মাউন্ট টেক্সটাইলে কাজ দেয়া হয়। উক্ত টেক্সটাইলের ক্যান্টিনের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম গং (বাংলাদেশী) মরিয়মকে ভয়ভীতি দেখিয়ে টেক্সটাইলের মালিক জনাব অনিল কলির বাসায় নিয়ে গেলে জনাব অনিল কলি মরিয়মকে ধর্ষণ করেন। উক্ত ঘটনার ভিডিও ধারণ করা আছে এবং তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে

দেওয়ার হুমকি দিয়ে জনাব অনিল কলি ও জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম প্রতিনিয়ত ধর্ষণ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মরিয়ম অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেলে একটি হাসপাতালে নিয়ে গর্ভপাত করান। পরবর্তীতে মরিয়মের বাবাকে মরিশাসে নিয়ে একই কোম্পানিতে চাকরি দেন এবং মরিয়মকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে ফেরার তিনদিন পর মরিয়ম আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তার বোন উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে মরিয়ম প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে অভিযুক্তরা মরিয়মের বাবাকে মরিশাসে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করেছেন। এতে তার বাবা মরিশাসে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এমতাবস্থায়, মরিয়মের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি এবং আর কোন নারী কর্মী যেন এ ধরণের ঘটনার শিকার হতে না হয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অভিযোগকারী কমিশনে আবেদন করেন। এ বিষয়ে মরিশাসে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনে কমিশন পত্র প্রেরন করে। হাইকমিশন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, নির্যাতিত নারী কর্মী মরিয়ম আক্তার-এর পিতা জনাব মোহাম্মদ কাজল মিয়াকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে জনাব মোহাম্মদ কাজল মিয়া দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

মানবপাচার প্রতিরোধে কমিশনের সুপারিশমালা

অভিযোগ নং সুয়োমটো-ঢা.১৭/২১

ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ধারাবাহিক প্রতিবেদনে উঠে আসছে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মানবপাচারের ভয়ংকর ও নিদারুণ দৃশ্য; এলএসডি নামক মাদকের করাল থাবা ও অবাধ পর্নোগ্রাফির সুযোগ- যার বলি হচ্ছে আমাদের তরুণ প্রজন্ম। এ সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মানবপাচার হচ্ছে। আর প্রলোভনে পড়ে ফাঁদে পা দিচ্ছেন বাংলাদেশের অনেক মেয়ে এবং নানাবয়সী পুরুষ। সম্প্রতি সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের যোগসাজসে বাংলাদেশী তরুণীদের ভারতে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। পাচার করার পর কলকাতায় বাংলাদেশী তরুণীদের একটি নকল আধার কা দেওয়া হয়। এছাড়াও উচ্চ বেতনের চাকরীর সুযোগের কথা বলে নারী ও পুরুষদের ইউরোপেও পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। মূলত পাচারের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ৮টি দেশে তাদের নেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে। অমানবিক শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে অনাকাঙ্খিত সন্তানসহ দেশে ফিরে আসছেন অসহায় নারীরা। যার ভুক্তভোগী হচ্ছে পুরো পরিবার। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের একঘরে করে রাখা হচ্ছে। অনেকে পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে পিতা-মাতার পরিচয় গোপন রেখে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিচ্ছেন।

মানব পাচার বিষয়টি নতুন নয়। মানব পাচার ঠেকাতে ২০১২ সালে একটি কঠোর আইন প্রণয়ন করা হলেও এই অপরাধ দিনের পর দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এর সাথে মাদকদ্রব্যের তালিকায় বাংলাদেশে নতুন করে যুক্ত হয়েছে এলএসডি নামক ভয়ানক মরণ নেশা। এর ফলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ ধ্বংসের মুখে। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত 'টিকটক' পার্টির নামে তরুণ প্রজন্ম যে অভিনব উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে তা তরুণ সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে আমাদের সমাজ। যা অত্যন্ত উদ্বেগের ও মানবিক বিপর্যয়ের বিষয় হয়ে উঠছে। মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফির মত বিষয় গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমতাবস্থায়, মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করেঃ

- কমিশন মনে করে এই অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে পুলিশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। জনগণের রক্ষা কর্তা হচ্ছে পুলিশ বাহিনী। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ অসহায় অনুভব করলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতা বোধ করবে। এমতাবস্থায়, মাদক ও মানব পাচার নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য রুটগুলোতে পুলিশের নজরদারি ও বিট পুলিশিং কার্যক্রম বাড়াতে সিনিয়র সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগকে বলা হয়।

- মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আরও ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার। সচেতনতা, দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক প্রতিরোধ ও প্রশাসনের কঠোর নজরদারী পারে এই অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে। এ বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা ও নজরদারি বাড়াতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিতে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে বলা হয়।

- বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালালদের প্রতারণার শিকার হচ্ছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালালদের প্রতারণা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কে বলা হয়।

- মানব পাচার নিয়ন্ত্রণে বিচার প্রক্রিয়া আরও তরান্বিত হওয়া উচিত মর্মে কমিশন মনে করে। কারণ মানব পাচারের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় বিচারের হার অত্যন্ত নগন্য। মানব পাচারের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার বিচারের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ কে বলা হয়।

- আন্তর্জাতিক এই অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গন্তব্য দেশগুলোর সাথে যৌথভাবে কাজ করার জন্য সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কে বলা হয়।

- তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের সুযোগে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী অত্যন্ত অনৈতিকভাবে পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন করার ফলে তরুণ প্রজন্মের নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলণ ঘটছে। যার কারণে তরুণ প্রজন্ম কিশোর গ্যাং এর মতো বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে বিপথগামী হচ্ছে। বাংলাদেশের ওয়েবসাইট গুলোতে অবাধ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন কে বলা হয়।

- ভারতে পাচার হওয়া তরুণীদের যে আধার কার্ড দেওয়া হচ্ছে তা কিভাবে আসে এবং এখানে ভারতের কারা জড়িত তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিউ দিল্লি, ভারতে নিযুক্ত মান্যবর হাইকমিশনার, বাংলাদেশ হাইকমিশন কে বলা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, এ বিভাগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২২ হাজার পর্নো সাইট বন্ধ করা হয়েছে। এখনও অনলাইনে আছে এমন কোন পর্নো সাইটের লিঙ্ক মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রেরণ করা হলে তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উক্ত অভিযোগের বিষয়ে পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকেও একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতি বছর অনেক তরুণী ভারতে পাচার হয়ে থাকে। এই তরুণীদের বেশিরভাগই বেনাপোল-পেট্রোপোল সীমান্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। বিশেষ করে, সাতক্ষীরার কলারোয়া, দেবহাটা, কালীগঞ্জ, শ্যামনগরের সুন্দরবন ও ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা, বশিরহাট, হাসনাবাদ ও দক্ষিণ কোস্টাল থানা এলাকার বিস্তীর্ণ অরক্ষিত সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের আন্তঃদেশীয় দালালচক্রের সহায়তায় বাংলাদেশের অনেক নারী ও শিশু ভারতে পাচারের শিকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত তরুণীরা দিল্লী, চেন্নাই, উত্তর প্রদেশ, মুম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যের পতিতালয়ে বিক্রি হয়। তাছাড়া, অনুপ্রবেশকারী হিসেবে অনেক বাংলাদেশী তরুণী ও শিশু স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হয়ে জেলখানা ও সেফ হোমে মানবেতর জীবনযাপন করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সীমান্ত সংলগ্ন পেট্রোপোল এলাকায় কিছু দোকান রয়েছে, যারা ৫০০/৬০০ ভারতীয় রুপির বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হয়ে আসা এসকল তরুণীদের আধার কার্ড তৈরি করে দিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দু'দেশের পাচারকারীরা পাচার কাজের পাশাপাশি আধার কার্ড সরবরাহের কাজেও জড়িত থাকে। আরো জানা যায় যে, আগে সরকারের কাছ থেকে টেন্ডার নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি আধার কার্ড সরবরাহের কাজ করত। ফলে দালালচক্র খুব সহজেই টাকার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে আধার কার্ড

সংগ্রহ করে নিত। তবে, বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতের সরকারি সংস্থাগুলো আধার কার্ড বিতরণের দায়িত্বে থাকায় দালালচক্র আগের মতো সহজে আধার কার্ড সংগ্রহ করতে পারে না। তাই, সাম্প্রতিক সময়ে দালালচক্র যেসব আধার কার্ড সংগ্রহ করে, সেগুলোর অধিকাংশই ভুয়া। সরকারের নির্দেশনায় ভারতস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ নারী পাচার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং মানব পাচার বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যেই অনেক নারী ও শিশুকে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। এবং প্রত্যাবাসনের এই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কমিশনের হস্তক্ষেপে পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ চালুকরণ

অভিযোগ নং সুয়োমটো ঢা.২৬/২১

২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ একাত্তর টিভি তে ভাড়াটিয়ার হাতে জিম্মি বাড়ির মালিক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে কমিশনের উপপরিচালক এম রবিউল ইসলামকে ঘটনাস্থলে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হলে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পানি এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এটা বিবেচনায় নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ থাকা পানির সংযোগ চালু করে দেয়া হয়। বৈদ্যুতিক মিটার তালাবদ্ধ থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ তাৎক্ষণিকভাবে সচল করা সম্ভব হয়নি কিন্তু এরপর দিন অর্থাৎ ২৪/০৯/২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার মহোদয়ের সহযোগিতায় ভুক্তভোগী পরিবারের বাসায় বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ প্রদান করা হয়। ভুক্তভোগী পরিবার বিদ্যুৎ ও পানির সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত শিক্ষককে কমিশনের আদেশের প্রেক্ষিতে স্বপদে পুনর্বহাল

অভিযোগ নং- চ. ৮৩/২০

এবিএম দিদারুল ইসলাম, সহকারী প্রধান শিক্ষক, চকরিয়া কেন্দ্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়, চকরিয়া, কক্সবাজার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি গত ৩০ বছর অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতা করেছেন কিন্তু বিদ্যালয়ের বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযোগ এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে অর্ধ-বেতনে সাময়িক বহিষ্কার ও পরবর্তীতে চূড়ান্ত বহিষ্কারের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম বরাবর আবেদন করেন। ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত বিধি মোতাবেক না হওয়ায় বোর্ডের ৪২ তম আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি তা অনুমোদন না করে তাঁকে সমুদয় বেতন ভাতাসহ স্বপদে পুনর্বহালের জন্য বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। তিনি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের সাথে ১০-১৫ বার দেখা করে ও পাঁচবার লিখিত আবেদন করে স্বপদে পুনর্বহালের অনুরোধ করেও ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে প্রতিকারের জন্য উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা চকরিয়া বরাবর আবেদন করলে উক্ত কর্মকর্তা সমুদয় বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানসহ স্বপদে পুনর্বহালের জন্য বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বরাবর পত্র প্রেরন করেন। কিন্তু সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাবোর্ড এবং উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা অমান্য করে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করছেন যার ফলে তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এ অবস্থায়, বোর্ডের নির্দেশনা অনুসারে তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এ অবস্থায়, বোর্ডের নির্দেশনা

অনুসারে অভিযোগকারীকে সমুদয় বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানসহ স্বপদে পুনবর্হাল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কমিশনে আবেদন করেন। শিক্ষা বোর্ড ও উপজেলা প্রশাসনের আদেশ বাস্তবায়ন করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সভাপতি, বিদ্যালয় ম্যানিজিং কমিটিকে বলা হয়। কমিটি থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব এ.বি.এম দিদারুল ইসলাম স্বপদে যোগদান করেছেন। তাঁর সমুদয় বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনা প্রদানের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধি শিশু শারমিনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ

অভিযোগ নং- সুয়োমটো- ৩৩/২০

গত ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিকলে আটকে আছে শিশুবেলা' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান শারমীনকে (৮) মানসিক সমস্যার কারণে প্রায় এক বছর ধরে শিকল দিয়ে আটকে রেখেছেন মা-বাবা। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে গোসল, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানোর সময়ও শারমিনের হাতে শিকল লাগিয়ে তালা মেরে রাখা হয় । তার বাবা আলম মোল্লা (৬০) আর মা হালিমা বেগম (৫৫) ভিক্ষা করে সংসার চালান। এ অবস্থায়, শিশু শারমীনকে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান এবং তার বাবা/মা-কে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বাউফল, পটুয়াখালি-কে বলা হয়। এছাড়া, মানসিক অসুস্থতা জনিত প্রতিবন্ধী শিশুটিকে উপযুক্ত চিকিৎসা ও শিক্ষা/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-কে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি অবগতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে প্রেরণ করা হয়। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক শিশু শারমিনের চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাউফল এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের সাথে সম্পৃক্ত জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ ও সমন্বয়ক্রমে শারমিনের চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে অগ্রগতি নিয়মিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করার জন্য প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, পটুয়াখালী-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে ১৭টি হরিজন পরিবারের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ

(অভিযোগ- ৫৬/১৯)

অভিযোগকারী বাংলাদেশ হরিজন মানবাধিকার ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ হরিজন সম্প্রদায়ের পক্ষে কমিশনে অভিযোগ করেন যে, প্রায় ৭০ বছর বাপদাদার আমল হতে লাল কুঠী দরবার শরীফ চর কালিবাড়ি শম্ভুগঞ্জ ময়মনসিংহ স্থানে হরিজন সম্প্রদায় ভূমিহীন ভাবে বসবাস করছে। বেশিরভাগ লোক দিন মজুর তারা হাট বাজারে কুলির কাজ করে। কিছুদিন আগে ময়মনসিংহ সড়ক উপবিভাগ থেকে এই হরিজন সম্প্রদায়কে ওই জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তারা দিন আনে, দিন খায়। তাদের ভূমি কেনার ক্ষমতা নেই। এমতাবস্থায়, স্ত্রী, সন্তান, পরিবার পরিজন নিয়ে তাদের যাযাবরের মত ঘুরতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যেন কেউ ভূমিহারা ও গৃহহারা না থাকে। অভিযোগকারী ভূমিহীন ও গৃহহীন জাত হরিজন সম্প্রদায়ের প্রতি মানবিক দৃষ্টি রেখে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জরুরী ভিত্তিতে নিরাপদ খাস ভূমিতে তাদের বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থান থেকে উচ্ছেদ আদেশ স্থগিত করার অনুরোধ করে কমিশনে আবেদন করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহকে জরুরী ভিত্তিতে ভূমিহীন হরিজন সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ স্থগিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র পাঠানোর

পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ সম্মেলন কক্ষে জরুরী সভা আহবান করে, ১৭টি পরিবারকে ২০ শতাংশ সরকারী খাস ভূমির উপর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

কমিশনের হস্তক্ষেপে বকেয়া বেতনসহ দেশে ফিরিয়ে আনা হল সৌদি আরবে নির্যাতিত গৃহকর্মীকে

(অভিযোগ নং-২২/২০১৯)

জনাব ইমরান (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে তার বোনকে গৃহকর্মী হিসেবে সৌদিআরব প্রেরণ করেন। তার বোন রিনি (ছদ্মনাম) রিক্রুটিং এজেন্সি মেসার্স বেঙ্গল সালফ ইন্টারন্যাশনাল (লাইসেন্স নম্বর-০১৩৭) এর মাধ্যমে গৃহকর্মীর ভিসায় গত ০৮/০২/২০১৮ তারিখে জনশক্তি ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে সৌদিআরব যায়। সৌদিআরব গমনের পর থেকেই তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয়। দীর্ঘ ৭ মাস তার খোঁজ না পেয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে অভিযোগ করেন। বর্তমানে তার বোন সৌদিআরবের তায়েফ জেলে মানবেতর জীবন যাপন করছে। রিনিকে মানবিক কারনে নিয়োগকর্তার নিকট থেকে তার ৮ মাসে বকেয়া বেতন আদায়সহ দূতাবাসের সহায়তায় তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করেছেন।

কমিশন এ বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক ভিকটিম রিনি-কে দেশে ফেরত আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচিব, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে পত্র প্রেরণ করে। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, গত ০১/০৫/২০১৯ তারিখ তায়েফস্থ জেল হাজতের মাধ্যমে গৃহকর্মী রিনিকে দেশে প্রেরণ করা হয়।

কমিশনের আদেশে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

(অভিযোগ নং- ৮৩/২০১৯)

বেসরকারী সংস্থা বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনলাইন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'ভেদরগঞ্জে ১৩ জন ছাত্রীর চুল কেটে দিলেন প্রধান শিক্ষিকা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদ প্রতিবেদন মতে 'শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার ডিএমখালী ইউনিয়নের উকিলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কবেরী গোপের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ১৩ জন ছাত্রীর চুল কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চুল না বেঁধে আসার কারণে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কবেরী গোপের নির্দেশে দফতরি জুম্মন মিয়া পঞ্চম শ্রেণির মাহিদা আক্তার, তাজরিন, নাহিদা, ফারহানা, সুমনা, সাথী, সাদিয়া আক্তারসহ ১৩ জন ছাত্রীর চুল কেটে দেন। পরে ছাত্রীদের অভিভাবকরা চুল কাটার বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা অভিভাবকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন বলে জানা যায়'।

ব্লাস্ট এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। অভিযোগ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। পরবর্তীকালে অভিযুক্ত শিক্ষককে 'তিরস্কার' শাস্তি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

কমিশনের হস্তক্ষেপে জিপিএফ এর সঞ্চিত চাঁদা প্রাপ্তি

(অভি:যা:বা: নং-ঢা.১১/১৯)

অভিযোগকারী বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব রহিম (ছদ্মনাম) কমিশনে অভিযোগ করেন যে, বিসিএসআইআর গবেষণাগারে টেকনিশিয়ান পদে চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের একটি ফ্লাট হতে অন্য ফ্লাটে বদলীর অপরাধে আইন সম্মত কোন সুযোগ না দিয়ে তাকে আক্রশ করে চাকুরীচুত করা হয়। অতঃপর Members, Finance & Chairman, Grievance Committee, BCSIR Dhaka, তাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ দেন। পুনর্বহালের আশায় আশায় সিপি ফান্ডের টাকা তিনি তুলে নেননি। চাকুরীতে পুনর্বহালসহ সিপি ফান্ডের টাকা পেনশন পাওয়ার জন্য তিনি কমিশনে আবেদন করেন। কমিশন থেকে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে বিসিএসআইআর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৮২ সালে বিভাগীয় মামলায় চাকরি হতে বরাখাস্তকৃত জনাব রহিমকে ২৭ বৎসর পর আদালতের নির্দেশের অবর্তমানে চাকরিতে পুনর্বহালের কোন সুযোগ নেই এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষের আইনগত ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত। তবে, বিসিএসআইআর কর্তৃপক্ষ জিপিএফ এর সঞ্চিত চাঁদা পরিশোধ করেছে।

কমিশনের হস্তক্ষেপে পেনশন প্রাপ্তি

(অভিযোগ- ৫/২০)

জনাব নাদির (ছদ্মনাম) পেনশন বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কাগজপত্রসহ অবসর ভাতা ও আনুতোষিক মঞ্জুরীর জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা বরাবর আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি পেনশন প্রাপ্ত হননি। বর্তমানে অবসর জীবনে একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রবীণ নাগরিক হিসেবে পরিবার পরিজনসহ বেকারত্বের কোষাঘাতে তাঁর জীবন জর্জরিত মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁর চাকুরীতে কোন প্রকার অডিট আপত্তি নাই, তাঁর নিকট কোন সরকারী পাওনা নাই এবং বিভাগীয় কোন মামলা নাই। এ বিষয়ে তিনি প্রতিকার চেয়ে কমিশনে একটি আবেদন করেন।

সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়কে বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থা কমিশনকে অবহিত করতে বলা হলে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্তন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব নাদিরের বিরুদ্ধে আনীত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, অডিট আপত্তি ও সরকারের আর্থিক পাওনা সংক্রান্ত না দাবীর বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তাঁর অনুকূলে তাঁর প্রাপ্য পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়।

বৃদ্ধা মাকে ঘর থেকে বের করে দিল পুত্রঃ কমিশনের হস্তক্ষেপে পুত্র ক্ষমা চেয়ে মাকে ঘরে নিল

(সুয়োমোটো- ৫৫.১২.০০০. ১০৫.৩১.০০১.২০)

দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় নড়াইল শহরের কুরিগ্রাম এলাকার বাসিন্দা মৃত কালীপদ কুণ্ডুর স্ত্রী মায়া রানী কুণ্ডুকে বাড়ি ছাড়া করেছে তারই গর্ভজাত সন্তান দেব কুণ্ডু। বৃদ্ধা মায়া রানী কুণ্ডুর ভাষ্য অনুযায়ী, তার ৫ (পাঁচ) শতকের একটি জমি ছিল, যা দেব কয়েক লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেয় এবং তাকে দুর্ব্যবহার করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বৃদ্ধা মায়া রানী কুণ্ডু বয়স্ক ভাতাভোগী না হয়ে থাকলে অবিলম্বে তাঁকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ অনুসারে অভিযুক্ত পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলা প্রশাসক, নড়াইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তৎকালীন জেলা প্রশাসক নড়াইল এর নির্দেশে মায়া রাণী কুণ্ডুকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে নড়াইল আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জেলা প্রশাসন, নড়াইল ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত রোগী কল্যান সমিতির মাধ্যমে ঔষধ ও সার্বিক চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা হয়। জেলা প্রশাসন হতে তার জন্য পরিধানের শাড়ি চাদর ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। তার পুত্র দেব কুন্ডুকে খুঁজে বের করা হলে পুত্র ও পুত্রবধু জানান যে, পারিবারিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে এমনটা হয়েছে এবং এজন্য তারা ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চায়। তারা দুজনেই মায়া রাণী কুণ্ডুকে নিজেদের কাছে রেখে সেবা করার অঙ্গীকার করেন। মায়া রাণী কুণ্ডু নিজেও তার পুত্র ও পুত্রবধুর কাছে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অন্য কোথাও যাবেন না মর্মে জানান। এ প্রেক্ষিতে মায়া রাণী কুণ্ডুকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। প্রসঙ্গত মায়া রাণীকে নিয়মিতভাবে সরকারি বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া নগদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ও শীত বস্ত্র প্রদান করা হয়েছে এবং সাহায্য সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত আছে।

সহযোগিতা পেলেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয়কারী শাহিমা সুলতানা শেওতি

(সুয়োমোটো- খু. ০৩/২১)

একাত্তর টেলিভিশনের 'সংবাদ বিস্তার'-এ প্রচারিত 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে মাস্টার্স করেছেন শাহিমা সুলতানা শেওতি' শীর্ষক সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাতক্ষীরা জেলার মৎস্যজীবী পিতার শারীরিক প্রতিবন্ধী কন্যা শাহিমা সুলতানা জন্ম থেকেই হাঁটতে পারেন না। তা সত্ত্বেও তিনি ২০১৬ সালে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন, কিন্তু এখনো তাঁর কোন কর্মসংস্থান হয়নি। চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী কোটার কোন সুবিধা না পাওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

সরকারি অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক শাহিমা সুলতানা শেওতিকে

ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় ডিভাইস (ল্যাপটপ, মডেম, কীবোর্ড, মাউস) অনুদান হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুজিববর্ষ উপলক্ষে শাহিমা সুলতানা শেওতিকে বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন, সাতক্ষীরা জেলা শাখার অর্থায়নে ও ব্যবস্থাপনায় দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধাপাকা গৃহ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬ মাসের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও পোশাক প্রদান করা হবে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিকলমুক্ত হল তিন ছাত্র

(অভি:যা:বা: নং-ঢা.৭৭/১৯)

এসএম রেজাউল করিম, পরিচালক ও আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), গত ০৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার অনলাইনে "লোহার শিকলে বাধাঁ ৩ কিশোরে শৈশব" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সংবাদ প্রতিবেদন মতে, ইফাদ, ইয়াসমিন ও আজিজুল নামে মাদ্রাসার হেফজখানার ৩ জন ছাত্রকে দিনের ২৪ ঘন্টা লোহার শিকলে তালাবন্দি করে রাখে মাদ্রাসার সুপার আরিফুল্লাহ। তাদের খাওয়া দাওয়া, লেখা পড়া, ঘুম সবই হচ্ছে এই তালাবদ্ধ অবস্থায়। ঘটনাটি ঘটেছে গাজিপুরের কালীগঞ্জ উপজেলাধীন তুমিলিয়া ইউনিয়নের ভাইয়া সূতি হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায়। এ অবস্থায়, তাদের মুক্ত পরিবেশে পড়া লেখা ও চলাফেরার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে আবেদন করা হয়।

অভিযোগের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ, গাজীপুর-কে বলা হলে তিনি একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

প্রতিবেদন মতে, অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে-

১। অভিযোগে বর্ণিত ৩ (তিন) জন শিকল পরিহিত ছাত্রকে তাৎক্ষনিকভাবে শিকলমুক্ত করে স্ব-স্ব অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়,

২। ছাত্রদের প্রতি এ ধরণের অমানবিক আচরণ ও দায়িত্ব অবহেলার দায়ে মাদ্রাসার সুপারকে কমিটি কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে ০২ (দুই) মাসের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হয়,

৩। মাদ্রাসাটিতে ভবিষ্যতে যাতে ছাত্রদের সাথে এ ধরণের ঘটনাসহ সমাজ বা রাষ্ট্র বিরোধী যাতে কোন কার্যকলাপ সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে তদারকিসহ সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কমিশনের মধ্যস্ততায় দাম্পত্য কলহের অবসান

(অভি নং ঢা. ৫৩/২০)

মোছাঃ রাবেয়া (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তার স্বামী সোহাগ আহমেদ একজন জুয়াড়ি, তিনি জুয়া খেলেন আবার কখনো কখনো নেশাগ্রস্ত হয়ে বাসায় ফিরেন। সংসার জীবনে অভিযোগকারী অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তার স্বামী তাকে শারীরিকভাবে অনেক নির্যাতন করেন এবং ঠিকমতো ভরনপোষণ দেন না। অভিযোগকারীর শাশুড়ী, ননদ এবং দেবরের উস্কানিতে তাকে নির্যাতন করা হয় এমনকি সম্প্রতি তাকে জীবননাশের হুমকিও দেয়া হয়েছে। অভিযোগকারী সোনালী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা। শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের কারণে তিনি তার কর্মস্থলে বিভিন্ন সমস্যার শিকার হচ্ছেন। এ বিষয়ে অভিযোগকারী এ যাবৎ সংশ্লিষ্ট থানায় দু'টি জিডি করেও রেহাই পায়নি। এ অবস্থায়, অভিযোগকারী ভরনপোষণসহ নিরাপত্তার সহিত স্বাভাবিক জীবন-যাপনে কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, উভয়পক্ষের বক্তব্য আপোষ বেঞ্চ শ্রবণ করে। বেঞ্চের শুনানীর পর থেকে তিনি স্বামী জনাব সোহাগ আহমেদ এর সাথে একত্রে বসবাস করছেন এবং তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে উন্নতি হয়েছে।

বেঞ্চসমূহের পরিসংখ্যান

০১ জানুয়ারি-০৬ ডিসেম্বর ২০২১ এর হিসাব

বেঞ্চের নাম	মোট অভিযোগ (সুয়োমটো সহ)	প্রাথমিক পর্যায়ে নথিভুক্ত	প্রতিবেদন/ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি	বেঞ্চে মোট নিষ্পত্তি	মোট চলমান
বেঞ্চ ০১	৮৪৯	২০৪	৩২৯	৫৩৩	৩১৬
বেঞ্চ ০২	৫০০	১৮০	১৫৯	৩৩৯	১৬১
সর্বমোট	১৩৪৯	৩৮৪	৪৮৮*	৮৭২	৪৭৭

* পূর্বের চলমান অভিযোগের প্রাপ্ত প্রতিবেদনসহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে

- ফুল বেঞ্চ ও আপোষ বেঞ্চ-এ প্রেরিত নথিসমূহ বেঞ্চ-০১ ও ০২ এ চলমান রয়েছে মর্মে পরিগণনা করা হয়েছে।
- ফুল বেঞ্চে প্রেরিত মোট ৪২টি অভিযোগের মধ্যে ১৩টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ২৯টি চলমান রয়েছে।
- আপোষ বেঞ্চে প্রেরিত মোট ২৭টি অভিযোগের মধ্যে ২০টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৭টি চলমান রয়েছে।

সুয়োমটো অভিযোগের পরিসংখ্যান

০১ জানুয়ারি-০৬ ডিসেম্বর ২০২১ এর হিসাব

ক্রমিক	বিভাগ	চলমান	নথিভুক্ত	মোট
০১	ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর ও রাজশাহী	১৭	২৬	৪৩
০২	খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট	০৭	১৪	২১
	মোট	২৪	৪০	৬৪

অভিযোগের পরিসংখ্যান

০১ জানুয়ারি-০৬ ডিসেম্বর

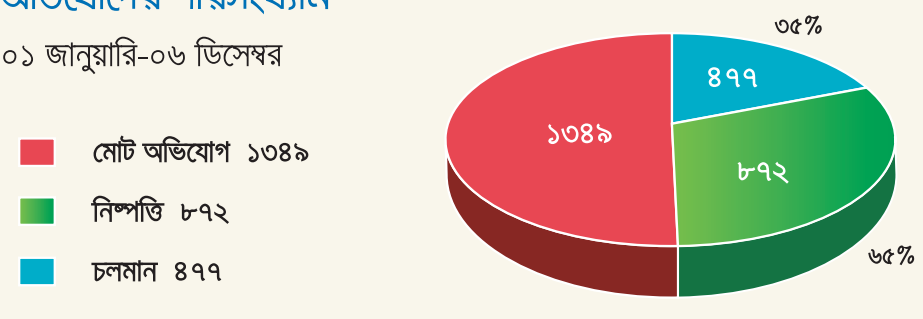

ফটো গ্যালারি

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ উপস্থাপন

পুলিশ স্টাফ কলেজে মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২১

আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও ফোরাম এশিয়া আয়োজিত পরামর্শ সভা

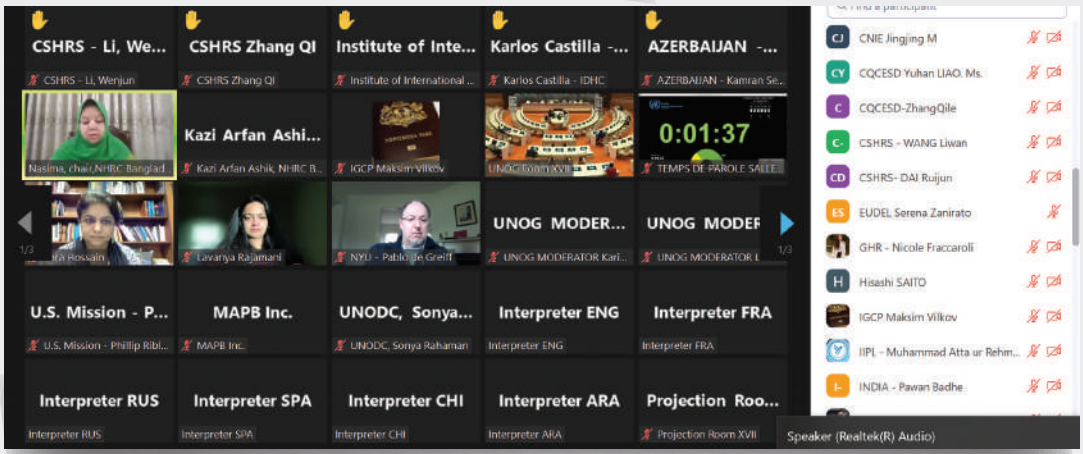

জাতিজাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল আয়োজিত মানবাধিকার, গনতন্ত্র ও আইনের শাসন বিষয়ক অনলাইন সভা

মানবাধিকার দিবস আয়োজন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

নারায়নগঞ্জে মতবিনিময় সভা

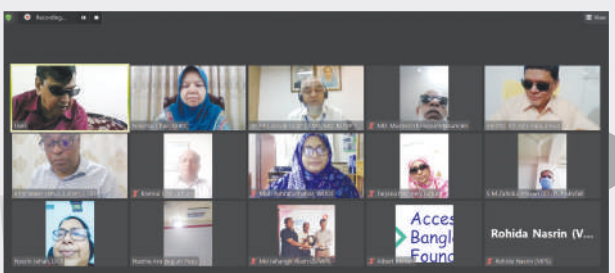

বিশ্ব সাদাছড়ি দিবসের আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯
সংশোধন বিষয়ক পরামর্শ সভা

সুনামগঞ্জ কারাগার ও শিশু পরিবার পরিদর্শন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভা

রংপুরের পীরগঞ্জে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায়
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
মোঃ আশরাফুল আলমের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গত ১৮-২০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ জেনেভা ভিত্তিক আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান UPR Info জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতির লক্ষ্যে ভার্চুয়ালি একটি কর্মশালা আয়োজন করে।

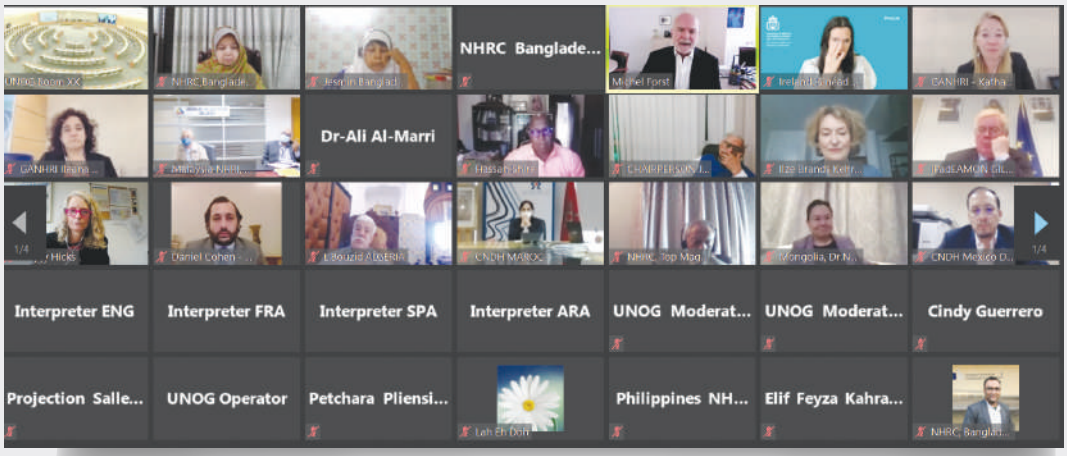

গত ২৯ জুন ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত GANHRI Annual Conference এ মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য এবং সম্মানিত সদস্য জেসমিন আরা বেগম অংশগ্রহণ করেন।

কমিশনের প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সভা

মানবতার জয়

নাছিমা বেগম

সম্প্রীতির বাংলাদেশে
বৈষম্য আর নয়
সমতায় গড়বো দেশ
মানবতার জয়

জন্ম থেকেই বেঁচে থাকা
সবার অধিকার
ধর্ম বর্ণ পেশা ভেদে
কাজের অধিকার
সকল পেশাই মর্যাদার
ভিক্ষাবৃত্তি নয়
সমতায় গড়বো সমাজ
মানবতার জয়।

পরধর্মে আঘাত করা
মানবাধিকার নয়
ভিন্ন ধর্মে শ্রদ্ধা করা
মানবতার জয়
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান
নয় ভেদাভেদ নয়
নারী পুরুষ সমান সমান
সমতার হোক জয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮ , হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮
ই-মেইল: info@nhrc.org.bd ; ওয়েবসাইট: www.nhrc.org.bd

Supported by Switzerland
Sweden Sverige
UNDP